সংবাদ

তারিখ ... 18 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

54

এসএসসি পরীক্ষা '৯৬ ঃ রাজশাহী বোর্ড

পলাশবাড়ির ছাত্র আহসান কবীর প্রতারণার শিকার মেধা তালিকায় জালিয়াতি।। পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জ

॥ মফিজুল হক তারা ॥

গাইবান্ধাঃ রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গত এসএসসি পরীক্ষা '৯৬-এর ঘোষিত ফলাফলে মেধা তালিকার জালিয়াতি, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও প্রাপ্ত নম্বর কারচুপির অভিযোগ এনে পলাশবাড়ি এস, এম, পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অসাধারণ মেধাবী ছাত্র মোঃ আহসান কবীর উচ্চ পর্যায়ের সরকারি তদন্ত দাবি করেছে। তার পিতা শফিকুল আলম শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পুত্র আহসান কবীরের অপ্রত্যাশিত-ভাবে কম নম্বর প্রাপ্ত ৪টি বিষয়ের খাতা চ্যালেঞ্জ করে পুনঃনিরীক্ষণের জন্য একাধিক আবেদন জানিয়েও কোন প্রতিকার পায়নি। গত ১০ই ডিসেম্বর পলাশবাড়িতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিতা-পুত্র এই অভিযোগ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

পলাশবাড়ি থানার নুনিয়াগাড়ী গ্রামের অধিবাসী ও পূবালী ব্যাংক জুমার বাড়ি শাখার ম্যানেজার শফিকুল আলমের দ্বিতীয় পুত্র আহসান কবীরের এসএসসি পরীক্ষা '৯৬-এর ক্রমিক নং পলাশ ১২৫৪৯৫ এবং প্রাপ্ত নম্বর ৮৯৬ ছিল। কিন্তু ঘোষিত এই ফলাফল কেউ মেনে নিতে পারেনি এখনো। ফলাফল প্রকাশ ও মার্কশিট সংগ্রহের পর ৪টি বিষয়ে অসামঞ্জস্য পূর্ণ কম নম্বর দেখে সবাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আহসান কবীর নিজেও মানসিক-ভাবে ভেঙে পড়েছে। তার আশা ছিল মেধা তালিকার শীর্ষস্থানে নাম থাকবে। কিন্তু ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় মেধা তালিকায় তার নাম নেই। মোট ১১টি বিষয়ের মধ্যে ৮ ৭টিতে প্রত্যাশিত নম্বর থাকলেও অপর ৪টি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর তুলনামূলকভাবে খুবই কম। প্রত্যাশিত ৭টি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে সে ইংরেজী ১ম পত্রে ৮৪ ও ২য় পত্রে ৯০, সাধারণ বিজ্ঞানের ১ম পত্রে ৯২ ও ২য় পত্রে ৮৬, সাধারণ গণিতে ৯৯, কৃষি বিজ্ঞানে ৯৩ ও ইসলাম ধর্মে ৯২। যার প্রাপ্ত গড় নম্বর ৯০। বাকি ৪টি বিষয়ে অপ্রত্যাশিত নম্বরগুলো যথাক্রমে বাংলা ১ম পত্রে ৬৪ ও ২য় পত্রে ৭৬, ভূগোলে ৭৮ ও উচ্চতর গণিতে ৮২ যার প্রাপ্ত গড় নম্বর মাত্র ৭৫। অথচ ১১টি বিষয়ের ওপরই আহসানের সমান সমান দক্ষতার প্রমাণ রয়েছে। মার্কশিটের বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ইংরেজী ১ম পত্রের রচনায় ৫০ নম্বরের মধ্যে ৩৬, অথচ বাংলা ১ম পত্রের রচনায় ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর মাত্র ১৮। অনুরূপভাবে ইংরেজি ২য় পত্রের রচনায় ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪৩ পেলেও বাংলা ২য় পত্রের রচনায় ৫০ নম্বরের মধ্যে ৩০, ইসলাম ধর্মের রচনায় ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪৫ পেলেও ভূগোল রচনায় ৫০ নম্বরের মধ্যে ৩১ এবং সাধারণ গণিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৯ পেলেও উচ্চতর গণিতে ৮২ দেয়া হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, শুধুমাত্র রচনামূলক বিষয়গুলোতেই অপ্রত্যাশিতভাবে নম্বর কমিয়ে দেয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে আহসান কবীর অভিযোগ করেন, মেধা তালিকার শীর্ষস্থান বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই তাকে বাংলা ১ম পত্রের রচনায় ৩৮ নম্বর থেকে কমিয়ে ১৮, বাংলা ২য় পত্রের রচনায় ৪০ নম্বর থেকে কমিয়ে ৩০, ভূগোল রচনায় ৪১ নম্বর থেকে কমিয়ে ৩১ এবং উচ্চতর গণিতে ৯৫ নম্বর কমিয়ে ৮২ করা হয়েছে। এভাবে তাকে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫৩ নম্বর প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই হিসেবে তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৯৬-এর স্থলে ৯৪৯ হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, ঘোষিত ফলাফলে রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভকারী ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ৯৪০ ও ঢাকা বোর্ডের শীর্ষস্থানঅধিকারী ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর ৯৪২।

আহসানের পিতা শফিকুল আলম জানান, তিনি তার পুত্রের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপ্রত্যাশিতভাবে কম নম্বর প্রাপ্ত ৪টি বিষয়ের খাতা চ্যালেঞ্জ করে সেগুলোর পুনঃনিরীক্ষার দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছে নিয়ম-তান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত ফি জমা দিয়েছেন (যার জমা রসিদ নম্বর ৬৯৩৮৪ তাং ১১-৮-৯৬)। কিন্তু ৪ মাস পেরিয়ে গেলেও আপত্তিকৃত ৪টি বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার প্রয়োজনীয় সাড়া এখনো মেলেনি। তিনি সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও কম্পিউটার কর্তৃপক্ষের স্বজন প্রীতি, দুর্নীতি কিংবা অন্যরকম জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলে ধরে তার পুত্রকে মেধা তালিকার যথার্থ স্থানে পৌঁছতে দেয়া হয়নি বলে দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন, আপত্তিকৃত ৪টি বিষয়ের খাতা পুনঃ-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে রাজশাহী বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা হলে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোকসেদ আলী পুনঃ-নিরীক্ষার ফলাফলে আহসান কবীরের প্রাপ্ত নম্বর পূর্বাবস্থায় বহাল থাকার কথা স্বীকার করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ভিন্ন কথা বলেছেন। তার মতে, পরীক্ষা খাতা পুনঃনিরীক্ষার আরও অনেক আপত্তি রয়েছে। সবগুলো আপত্তির নিষ্পত্তি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এজন্য অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে আহসান কবীরের অভিভাবক জানান, বোর্ড থেকে তার পুত্রের আপত্তিকৃত পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষা আদৌ হবে কিনা তার কোন উত্তর এখনো মেলেনি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার একটি নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার ফলাফল কি এখনো জানা যায়নি।